দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বরিশাল পলিটেকনিকে যা ঘটলো—

বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বন্ধ বলে ঘোষণা করেননি কর্তৃপক্ষ। তা সত্ত্বেও ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠানের তিনশ' আবাসিক ছাত্রছাত্রী উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে লেখা এক চিঠিতে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে গেছে।

বিগত স্বৈরাচারী আমলের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রাবাসে আরেক ধরনের অভিনব ঘটনা ঘটেছিল। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই যথানিয়মে ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুসংখ্যক ছাত্র ছাত্রাবাস ছাড়বে না। তাদের বক্তব্য, বিনা দোষে আমরা ছাত্রাবাস ছাড়বো কেন। হট করে কোথায়ই বা গিয়ে উঠবো? আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ছাত্রাবাসে গোরস্তানের নীরবতা নিয়ে আসা তো কোন সমাধান নয়। ছাত্রাবাস ত্যাগে অনিচ্ছুক ঐ ছাত্রদের বিবৃতি পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছিল। সচেতন মানুষ তাদের প্রতিবাদকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

খবরে প্রকাশ, বরিশাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছাত্রাবাসে স্থানীয় চাঁদাবাজরা হামলা চালিয়েছিল। ঘটনা হিসেবে এটাও নতুন বলতে হবে। কেননা ছাত্রাবাস থেকে গিয়ে কোন প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় এখানে ওখানে চাঁদাবাজি করাটাই রীতি এখন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উল্টো ঘটনা।

চাঁদাবাজদের হামলার ঘটনা ঘটেছিল ২১শে সেপ্টেম্বর রাতে। তাতে ১০ জন ছাত্র আহত হয়। ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা এর প্রতিবাদে তিনদিন ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছে। স্থানীয় টাউন হলে সমবেত হয়ে তারা ঐ চাঁদাবাজদের দমনে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। শ্লোগান তুলেছে 'চাঁদা দেবো না, ভিক্ষা দেবো-তোরা সবাই ভিক্ষা কর'। অর্থবোধক শ্লোগান বলতে হবে। চাঁদাবাজদের প্রতি ঘৃণাটাও স্পষ্ট।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। প্রশাসনের ঘুম ভাঙলো না। ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাহীনতা অব্যাহত রইলো। ঠিক এ অবস্থাতেই অনেকটা বিরক্ত হয়ে ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে সিদ্ধান্ত নিল ছাত্রাবাস ছাড়ার। এ ঘটনার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্সটিটিউটের 'এক ছাত্রদল নেতা নেপথ্যের কাহিনী তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, স্থানীয় বিএনপি'র একটি অংশ এই সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করছে।

ছাত্রদের ঐ অদৃষ্টপূর্ব পদক্ষেপকে 'শৃঙ্খলা-বিরোধী' কাজ বলা চলে কিনা তা নিয়ে যারা চিন্তা করার করুন। কিন্তু আমরা মনে করি, বরিশাল পলিটেকনিকের আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা দেশজুড়ে ভেঙে পড়া শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি প্রতিবাদী ঘটনারই জন্ম দিয়েছে। এতেও কি প্রশাসনের চৈতন্যোদয় ঘটবে না?